বোতলের দৈত্য
বা:! কি সুন্দর দিন!
নদীর ধারে ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়ানো স্বাস্থ্যের পক্ষেও ভালো

আরে-র-র! চাচাজ দেখুন, ঐ বোতলের ভেতর থেকে কে কথা বলছে।
বাঁচাও! বাঁচাও!
এর ভেতরে তো একজন ছোট্ট মানুষ বন্ধ রয়েছে।
আমাকে বার করো
আমাকে বার করো!

নাও, ছিপি খুলে দিয়েছি
শো শ শ!
ওহো!
হো হ-হা!

হো হা হা!
হো-হা-হা
ওহে! কে তুমি?

আমি দৈত্য! আপনি বোতল থেকে আমায় বার করেছেন। আপনি আমার প্রভু, কি সেবা করব প্রভু?
ওঃ! এই ব্যাপার।

খুব খিদে পেয়েছে। তাড়াতাড়ি লুচি-মাংস আনো।
তার সঙ্গে রসগোল্লা, পানতুয়া, সন্দেশও নিয়ে এসো।

মুহূর্তের মধ্যে দৈত্য দুজনের জন্য বিভিন্ন প্রকারের খাবার নিয়ে এলো।

আর কিছু কাজ দাও, প্রভু!
আরে! আগে খেতে তো দেবে।

না, বেকার বসে থাকতে ভাল লাগে না আমার। কাজ না দিলে তোমাদের দুজনাকে মেরে

ঠিক আছে, যাও! ঐ কুকুরটার ব্যাঁকা ল্যাজ সোজা করে দাও।
যথা আজ্ঞা, প্রভু!

কুকুরের ল্যাজ তো আমি এক মিনিটে সোজা করে দিয়েছি।

অ্যাঁ! এ কী? ছাড়তেই বেঁকে গেল!

দৈত্য চেষ্টা করে করে হাঁফিয়ে গেল, কিন্তু কুকুরের ব্যাঁকা ল্যাজ সোজা গেলো না।

প্রভু, ক্ষমা করো। আমার দ্বারা এ কাজ হবে না।

দৈত্য তো দূরের কথা, আজ পর্যন্ত্য দুনিয়ায় কেউ কুকুরের ব্যাঁকা ল্যাজ সোজা করতে পারে নি।

চোরের ওপর বাটপাড়ি

মুদিখানা
শেঠ কড়োরিমল জী, আপনার মাল পৌঁছে গেছিল। বলুন কত দাম?
দশ হাজার

এই নিন
ধন্যবাদ, চলি।

শেঠের পকেটে দশ হাজার? এবার তো বড়লোক হয়ে যাব।

ঐ শেঠের কাছে দশ হাজার আছে
ওস্তাদকে জানাতে হবে।

ওস্তাদ, দশ হাজার।
ঠিক আছে, এক্ষুনি পকেট সাফ করে দিচ্ছি।

তখনই...
চাচাজী, এক মিনিট দাঁড়ান

বলুন শেঠজী, আপনাকে এমন দেখাচ্ছে কেন?
আমার পকেটে দশ হাজার টাকা আছে আর গুন্ডা আমার পেছনে লেগেছে।

ঘাবড়িও না। যেমন বলি, তেমন করো।
ঠিক আছে

দুজনে উঁচু
আমি শহরের সবচেয়ে ধনী। সব সময় দশ হাজার টাকা থাকে
আরে যা। এক লাখ টাকা আমার ব্যাগে পড়ে

আচ্ছা, মানছি তুমি আমার চেয়েও ধনী। বিদায়।
টা - টা

দশ হাজারকে গুলি মেরে একলাখ টাকাওলার ব্যাগ ছিনিয়ে পালাও।

ওরা চাচা চৌধুরীর পিছু নিলো

এই সুযোগ

আর তখনই

চোর! চোর! ধরো! আমার ব্যাগ ছিনিয়ে পালাচ্ছে

নাও ওস্তাদ! ব্যাগ নিয়ে এসেছি।

সাবাশ!

এবার ব্যাগ খুলে টাকা ভাগ করে নি।

টিকিটের
ব্ল্যাক্

মনে হচ্ছে
বইটা নতুন
ফিল্ম

সাড়ে চারশো টিকিট দেখি
চাচাজী, পাড়ার সবাইকে সিনেমা দেখাচ্ছেন ?
বুকিং

আরে না। আমার সঙ্গে সাবু ও আসবে। ওর জন্যে স্পেশাল জায়গা চাই।
এই নিন

একটু পরে...
সাবু তাড়াতাড়ি চলো। সিনেমা শুরু হলো বলে।

দু টাকার টিকিট দশ টাকায়.. দু টাকার টিকিট দশ টাকায়..
ফিল্ম
হাউস ফুল

একটা দাও আমায়
একটা আমাকে
দুটো আমায়
আমাকে
আমায়
একটা টিকিট

ব্যস, একটা টিকিট বেঁচেছে। যে সবচেয়ে বেশী দাম দেবে, এটা তার।
কুড়ি
চল্লিশ
তিরিশ
পঞ্চাশ

তখনই একটা হাত ব্ল্যাকারের দিকে এগোল

ব্ল্যাক করছো?
বাবু, আজ তোমার জন্যই ব্ল্যাক হচ্ছে। পাঁচশো মিটার হলের সাড়ে চারশো ভুমি নিয়ে গেছ।

এই ব্যাপার! তাহলে আমি সিনেমা দেখবো না।
ভাইসব, এই নাও টিকিট।

আহা, কত টিকিট
লুটে নাও
বাঃ!

চলো, আমরা ওপেন এয়ার থিয়েটারে সিনেমা দেখি।

ওপেন এয়ার থিয়েটার
বাবু, এদিকে খালি জায়গা আছে

আরে, ছবি কোথায় গেল?
আরে, এই পাহাড় কি করে এল মধ্যিখানে?
এই লম্বু,
র বসো
টাকা ফেরত দাও
ইঁট মারো

নাও, আমি সরে যাচ্ছি
যাও পালাও

এত লম্বা-চওড়া হয়ে কি লাভ যে সিনেমা দেখতে পাব না।

এই
পৃথিবী

আরে তুমি শুধু ঘরে বসে বসে মাছি মারছ। বাইরে বেরিয়ে দেখ এই দুনিয়াটা কত বিচিত্র।

ঠিক আছে। গিয়ে দেখছি দুনিয়াটা কি সত্যই বিচিত্র ?

বলো ভাই সুনমুখলাল, কি খবর ?

আর বোলোনা। চারিদিকে শুধু ধোঁকা আর ধোঁকা।

আরে এ কী? তুমি এক পায়ে লাল আর অন্য পায়ে সবুজ রং-এর মোজা পরেছ ?

তাই তো বলছি। দোকানদার আমাকে ঠকিয়েছে।
কি করে?

একটা নয়, দোকানদার এই ডিজাইনের দু জোড়া মোজা আমাকে বেচেছে।

আশ্চর্য্য! লোকে নিজের বুদ্ধির দোষ না দিয়ে অপরের দোষ ধরে বেড়ায়।

আরে, এ তো শেঠ কড়োরিমল মনে হচ্ছে।

আরে শেঠজী! পাগলের মতো কোথায় ছুটে চলেছেন?

চাচাজী, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

আপনার যে হাজার টাকা হারিয়েছিল, পেয়েছেন?

হ্যাঁ, ওটা আমার চাকর কালুয়া পেয়েছিল।

আর আপনার স্ত্রীর হীরের নেকলেস?

হ্যাঁ, ওটাও আমার চাকর কালুয়া পেয়েছিল।

তাহলে এত চিন্তা কিসের?

ঐ সব জিনিষের সঙ্গে এখন কালুয়াই হারিয়ে গেছে।
সত্যি! দুনিয়াটা বড় বিচিত্র।

গাড়ীর
দৌড়

চাচাজী, এই ভাঙা গাড়ি কোত্থেকে আনলেন?

আমার এক বন্ধুর খুব টাকার প্রয়োজন ছিল, ও আমায় এটা বেচে গেছে। বলেছে দেখতে পুরনো হলেও দৌড়য় খুব জোরে।

একটু দূরে পোপট আর চৌপট তাদের নতুন গাড়ীতে
পোপট, চাচা চৌধরীর বুদ্ধির রহস্য কি?
ওর পাগড়ি। যার মাথায় এই পাগড়ি থাকবে সে তত বুদ্ধিমান হবে।

তো চলো আজ চাচা চৌধরীর পাগড়ি হাতিয়ে নিই
কিন্তু কি করে?

এটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমি আচ্ছা আচ্ছা লোককে বোকা বানিয়েছি, এ বুড়ো তো কোন ছার।

ওখানে পৌঁছে
চৌধুরী, ব্রুতুব পর্যন্ত্য গাড়ীর রেস্ হয়ে যাক ?
হয়ে যাক

কিন্তু শর্ত হচ্ছে, আমার গাড়ী ওখানে আগে পৌঁছুলে তুমি তোমার পাগড়ি হারাবে।
ঠিক আছে, যদি আমি আগে পৌঁছুই তো তোমাদের প্যান্ট-জামা নিয়ে নেব।
ঠিক আছে। দৌড় শুরু হোক। এক - দুই - তিন !

আরে, চৌপট, চাচা চৌধুরীর গাড়ী আগে বেরিয়ে গেল।

হিতে বিপরীত না হয়ে যায়।
চিন্তা করিস না। আমি এমন শর্টকাট জানি যে ওদের চেয়ে পাঁচ মাইল আগে বেরিয়ে যাব।
কিন্তু শর্টকাটে যাওয়াটা তো বেইমানী।
আরে সব চলে।

চাচাজী, দেখুন পোপট - চৌপটের গাড়ী আমাদের আগে যাচ্ছে
ওরা নিশ্চয়ই জোচ্চুরি করেছে। ওরা ব্রীজের নীচের রাস্তা দিয়ে শর্টকাট মেরেছে।

সাবু তখন ওখানেই ঘুরে বেড়াচ্ছিল
আরে চাচাজী, কোথায় যাচ্ছেন ?

পোপট-চৌপাটের মধ্যে গাড়ীর রেসের বাজী লাগিয়েছি। ব্যাটারা বেইমানি করে আগে বেরিয়ে গেছে। পাগড়ি আমার ইজ্জত। ওটা না চলে যায়।
ওরা যদি জোচ্চুরি করতে পারে, আমরাও করতে পারি। আসুন আমার সঙ্গে

আমার চেয়ে দ্রুত গাড়ী এখনও তৈরী হয়নি। মিনিটের মধ্যে কুতুব পৌঁছে দিচ্ছি আপনাকে

ওদিকে পোপট-চৌপাটের আনন্দ ধরে না
কি পোপট, চাচা চৌধুরীকে দেখা যাচ্ছে
আরে ওর চিহ্নও কোথাও নেই।

তবে ওর পাগড়ী এখন থেকে আমাদের। ঐ যে কুতুব মিনার।

এঁ্যা? এরা তো আগেই পৌঁছে গেছে।
এক ঘন্টা ধরে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছি

নাও, পাগড়ি নিতে এসে নিজেদের প্যান্ট-জামাও হারাতে হলো।

সাবুকে পোষা
মোজা নয়

একদিন চৌপটরাম চাচা চৌধরীকে জিজ্ঞাসা করল
এত বড় মানুষ কোথায় পেলেন?
সাবু মানুষ নয়, দৈত্য।

একদিন বাড়ীর গুদোমঘরে একটা প্রদীপ পেলাম। প্রদীপ ঘষতেই সাবু বেরিয়ে এলো। দ্যাখো, এবার ও ফেরত যাবে।

সাবু, প্রদীপ ফিরে এসো।

যথা আজ্ঞা, প্রভু!

হো
দেখলে, চৌপট!
সত্যি, অদ্ভুত!

আমি তোমার জন্য চা নিয়ে আসছি।

চাচা চৌধুরী যাবার পর....
আমি যদি এটাকে নিয়ে সরে পড়ি তো বাচ্চারা সাবুকে দেখে খুব খুশী হবে।

এই সুযোগ, পালাও।

চাচা চৌধুরী চা নিয়ে এলেন...
আরে, চৌপট গেল কোথায়?
প্রদীপটা নেই। হায়, সাবুকে চুরি করে নিল।

চিন্তা কোরনা। ও নিজেই প্রদীপ ফেরাতে আসবে।

চৌপট বাড়ী পৌছুল
টিংকু, রিংকি, দ্যাখো, তোমাদের জন্য অদ্ভুত খেলনা।

চৌপট প্রদীপ ঘষলো
হো
হা
হা
হা

দ্যাখো, কত্ত বড় মানুষ!
সাবু! নাচো।

যো হুকুম প্রভু! কিন্তু আমার খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। দু হাজার লুচি, এক ড্রাম ডাল, এক কুইন্টাল মাংস, এক হাজার রসগোল্লা

ব্যস - ব্যস। তুমি তো বড় খাইয়ে। তোমাকে পোষা আর হাতী পোষা এক ব্যাপার। আমায় মাফ করো আর দয়া করে প্রদীপে ফেরত যাও। বাপ্‌রে বাপ্‌।

ঠিক আছে
হো
হা
হা

চাচাজী, সামলাও একে। এ তো একদিনেই আমাকে দেউলিয়া করে দেবে।

আমি জানতাম চোপটরাম, তুমি ঠিক ফেরত আসবে। সাবুকে পোষা তোমার কর্ম নয়।

বিপদ
কেটে গেল

চাচা চৌধুরীর দাদু একজন বড় যাদুকর ছিলেন। একবার উনি চাচা চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করতে এলেন
আসুন দাদু। কেমন আছেন? হঠাৎ কি মনে করে?
কাগজে পড়লাম তুমি খুব ভাল কাজ করছো। ভাবলাম তোমার সঙ্গে দেখা করে যাই।

দাদু, আপনি যদি কয়েকটা যাদুমন্ত্র আমাকে শিখিয়ে দেন, তাহলে আমি সমাজের আরও উপকার করতে পারব।

এ আর এমন কি? হাত তুলে আমার সঙ্গে মন্ত্র বলো: ছু মন্তর - ফুস্ ফাস্ - ত্রিং - ক্রিং - ঘট্
ছু মন্তর - ফুস্ ফাস্ - ত্রিং - ক্রিং ঘট্

পর মুহূর্তেই...
আরে চাচাজী, আপনি এত বড় হয়ে গেছেন
সবই মন্ত্রের খেলা

এবার দ্বিতীয় মন্ত্র বলো: ঘট্ - পট্ - স্বাহা, ঘট্ - পট্ - স্বাহা
ঘট্ - পট্ - স্বাহা ঘট্ - পট্ - স্বাহা

আরে, চাচাজী কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন?
কাছে-পিঠে ঘুরে কোথাও
ঐ যে, মন্ত্রের দ্বারা ওর শরীর মানুষের থাকলেও ওর আত্মা পাখীর হয়ে গেছে। তাই ও উড়ছে।

চাচা চৌধুরী উল্টো মন্ত্র পড়ে নীচে নেমে এলেন
সত্যি, এই যাদু বড় ভালো।
দাদু, আপনি বিশ্রাম করুন। আমরা একটু ঘুরে আসি।

রেল লাইনের কাছে...

তখনই হঠাৎ:
চাচাজী, ঐ দেখুন। আগুন লেগে রেল লাইন ভেঙে গেছে

আরে, ফ্রন্টিয়ার মেল এই লাইনেই আসছে। বহু লোকের প্রাণ সংশয়ে। একটা কিছু তাড়াতাড়ি করা উচিত।

চাচা চৌধুরী হাত তুলে গাড়ীর দিকে দৌড়লেন
গাড়ী থামাও।

কিন্তু গাড়ী থামাবেটা কে? ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান ইঞ্জিনে বসে তাস খেলতে ব্যস্ত।

আরে, গাড়ী তো থামছে না। যদি তাড়াতাড়ি না থামে তবে গাড়ী ব্রীজের নীচে পড়ে যাবে। এখন তো দাদুর মন্ত্রের সাহায্য নেওয়া ছাড়া অন্য উপায় নেই।

চাচা চৌধুরী মন্ত্র পড়লেন এবং উড়ে ইঞ্জিনের দিকে চললেন..

আর ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকলেন

আর সজোরে ইঞ্জিনের ব্রেক চেপে দিলেন।
আরে-র-র তুমি কে?
ব্রেক চাপলে কেন?

ব্রেক চাপার ফলে গাড়ী ধীরে ধীরে ঠিক ব্রীজের কাছে এসে থেমে গেল।

দ্যাখো, আগে রেল লাইন ভেঙে গেছে।
আপনি আমাদের বাঁচিয়েছেন। আর কখনও ডিউটির মধ্যে তাস খেলব না।

সার্কাস

শহরের বাইরে এক বড় সার্কাস কোম্পানি তাঁবু ফেলেছে।

ম্যানেজারের ঘরে....
স্যার, তাড়াতাড়ি আসুন। আমি আপনাকে এমন এক অদ্ভুত জিনিস দেখাবো, যা আপনি আগে কখনও দেখেননি।
আচ্ছা? চলো।

মাঠে, সাবু যেখানে শুয়ে ছিল....
দেখুন! যদি আমরা এই বিরাট লোকটাকে খাঁচায় পুরতে পারি তো লোককে দেখিয়ে প্রচুর কামাতে পারব।

ঠিক বলেছ! সার্কাসের সবাইকে ডাকো আর বড় জাল ফেলে এই বিচিত্র লোকটাকে ধরো।

ঘুমন্ত সাবুর ওপর সবাই জাল ফেলল।
এ্যা, একী?

সাবুকে এক খাঁচায় বন্দী করা হোল
হা-হা! এখন থেকে এ আমাদের সার্কাসের এক বড় আকর্ষণ হবে।

ওদিকে বাড়ীতে.
আমার মাথা চুলকোচ্ছে। এর মানে পরিবারের কেউ বিপদে পড়েছে। শুধু সাবুই এখানে নেই।
শহরের বাইরে সার্কাস পার্টি এসেছে

নিশ্চয়ই সাবুকে ওরা বিচিত্র জীব মনে করে ধরেছে। ওদিকেই যাওয়া যাক।

চাচাজী, ঐ দেখুন সাবু
শ্-শ্-চুপ!

যদি আমরা এখানে সাবুকে উদ্ধারের চেষ্টা করি তো সার্কাসের লোকেরা আমাদেরও বন্দী করে ফেলবে। অন্য রাস্তা দেখতে হবে।
সেটা কি?

সার্কাসের জানোয়ারেরা অন্যদিকে আছে। আমরা চুপি চুপি ওদের খুলে দেই। তখন মজা দেখো।

দীপু চুপি চুপি হাতীকে খুলে দিল

ওদিকে চাচা চৌধুরী অন্য জানোয়ারদের খুলে দিলেন
যাও, পালাও!

সব জানোয়ার বেরিয়ে পড়েছে
ধরো, পালাতে না পারে।

ধরো!
বেশী দূর যায়নি।
ধরো!

দীপু, ময়দান সাফ। ছিটকিনি খুলে দাও।

এসো সাবু, বাড়ী যাই।

স্যার, সব জানোয়ার ধরা পড়েছে।
সাবাশ! এসো এবার ঐ বিচিত্র লোককে দেখি।

আরে, ও কোথায় গেল?
?

ডাকাত

চাচা চৌধুরীর একদিন ঘুরে বেড়াবার ইচ্ছে হলো
বা:! আপনি তো খুব জোরে স্কুটার চালান
পাগড়ি ওড়ার ভয় না থাকলে স্পীড কাকে বলে দেখাতে

এই ধ্বংসস্তুপ কিসের?
পুরোনো আমলে এটা এক রাজার প্রাসাদ ছিল।

লোকের ধারনা এই ধ্বংসস্তুপে ভূত-প্রেত বাস করে। তাই এখানে কেউ আসে না।

চলুন, দেখি সত্যি সত্যি ভূত আছে কিনা।
আসুন ভেতরে যাই।
চলো

আসলে ঐ ধ্বংসস্তুপে সাংঘাতিক ডাকাতদের আস্তানা ছিল।
আজ আমরা কাঙাল ব্যাংক লুট করবো।
ঠিক আছে

কিন্তু ঐ ব্যাংকে তো সব সময় ভিড় লেগে থাকে।
হা-হা! বোকা আমরা ওখানে পুলিশ সেজে যাব। লোকে ভাববে পুলিশ হানা দিয়েছে।

চাচা চৌধুরী ও দীপু ধ্বংসস্তূপে পৌঁছুলেন
এইভাবে আমরা সব টাকা লুটে নেব।
চাচাজী, কিছু শুনলেন নিশ্চয়ই এখানে ভূত থাকে।
শ-শ্! দীপু...

ভূত কখনও ব্যাংক লুট করেনা। নিশ্চয়ই কিছু গড়বড় আছে।

সব ডাকাত পুলিশের পোষাক পরে নিল
বলো, কেমন দেখাচ্ছে
বঃ সরদার! সত্যিকারের ইনস্পেক্টর লাগছে।

সব ডাকাত ধ্বংসস্তূপ থেকে বেরিয়ে ব্যাংকের দিকে চলল
আমাদের স্কুটার কোথায়?

ওদের পিছু নেওয়া উচিত
চাচা চৌধুরী ফুল স্পীডে স্কুটার চালালেন।

ব্যাংকের সামনে....
ব্যাংক
ঐ দ্যাখো ওদের জীপ। তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি ভেতরে যাচ্ছি।

একটু পরে....
তাড়াতাড়ি পালাও

তখনই পেছন থেকে একটা মজবুত হাত ডাকাত সর্দারকে ধরে ফেলল

চাচা চৌধরী সর্দারের পোষাক নিজে পরলেন
এইবার আমার খেলা দ্যাখো।

সরদার, তাড়াতাড়ি আসুন
এসে গেছি
সরদারের হুকুম মানো আর সব বন্দুক নীচে ফেলে দাও।

কেন?
আমার প্রতি তোমাদের বিশ্বাস দেখাতে চাই।

এই সব বন্দুক তোমার পায়ে ফেলে দিলাম।
শাবাশ!

এবার সব নকল পুলিশ আসল থানায় চলো। আমি তোমাদের সর্দার নই, আমি চাচা চৌধরী।

যাদুকর

শহরের বাইরে এক চালাক ও ও ধোঁকাবাজ যাদুকর বাস করত।
হা-হা! এরা একলা এখান দিয়ে যাচ্ছে

যাদুকর ছড়ি ঘোরাল
ছাগল হয়ে যাও।

আর ওরা ছাগল হয়ে গেল।
এদের স্যুটকেশ বড্ড ভারী। প্রচুর মালকড়ি হবে এতে। আর ছাগলগুলোকে নিজের এলাকায় ছেড়ে দেব।

একজন সব দেখছিল
আরে বাপ্‌রে! এতো পুরো পরিবারকে ছাগল বানিয়ে দিল। চাচাজী জানাতে হবে।
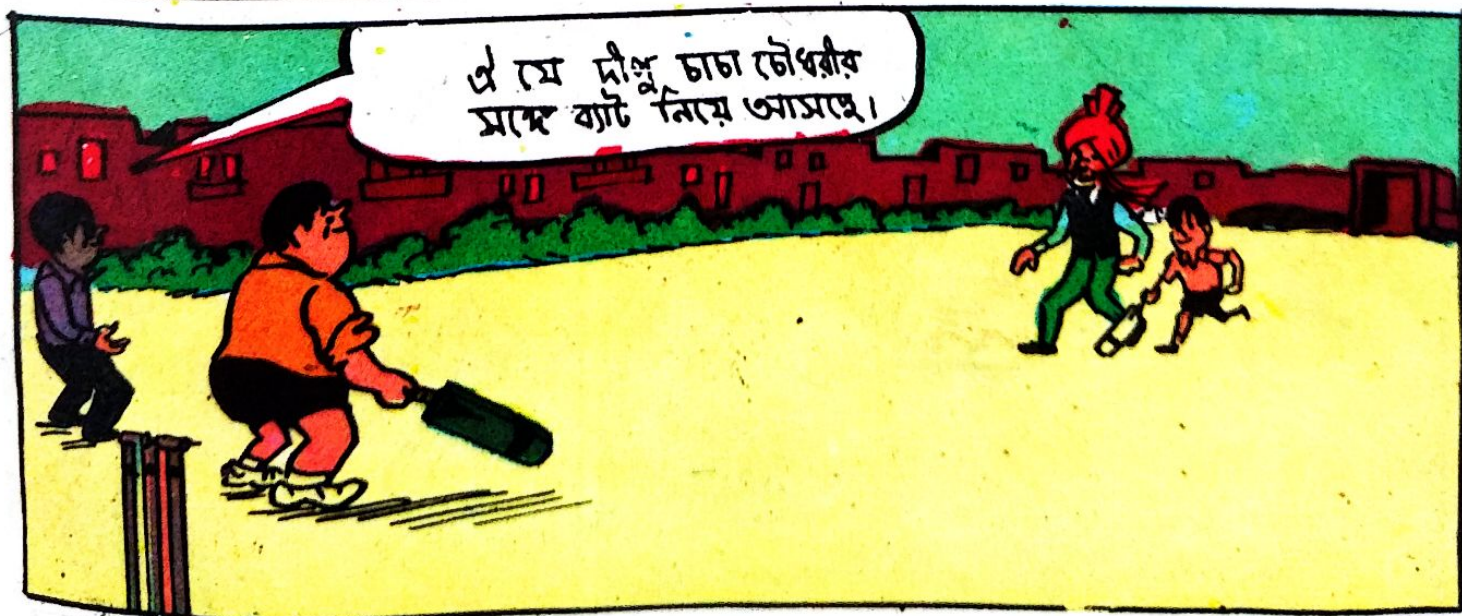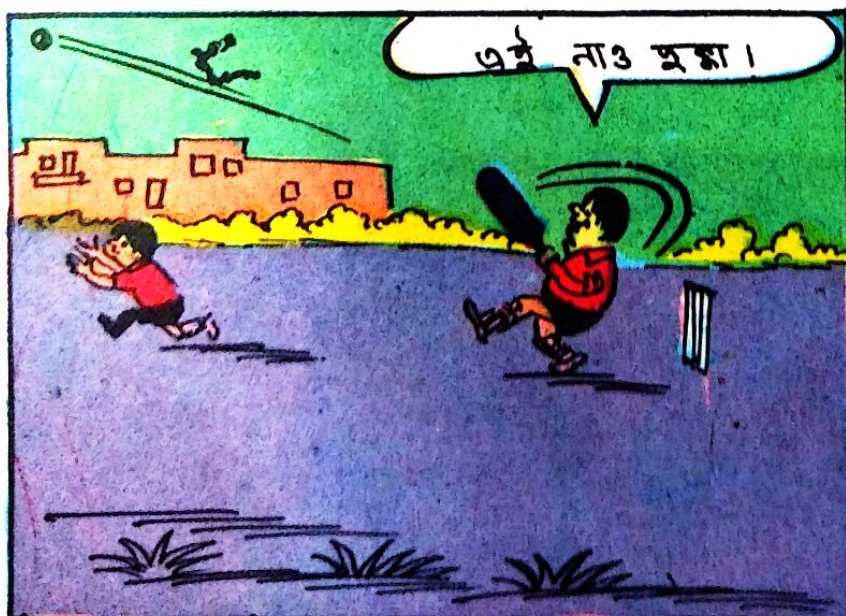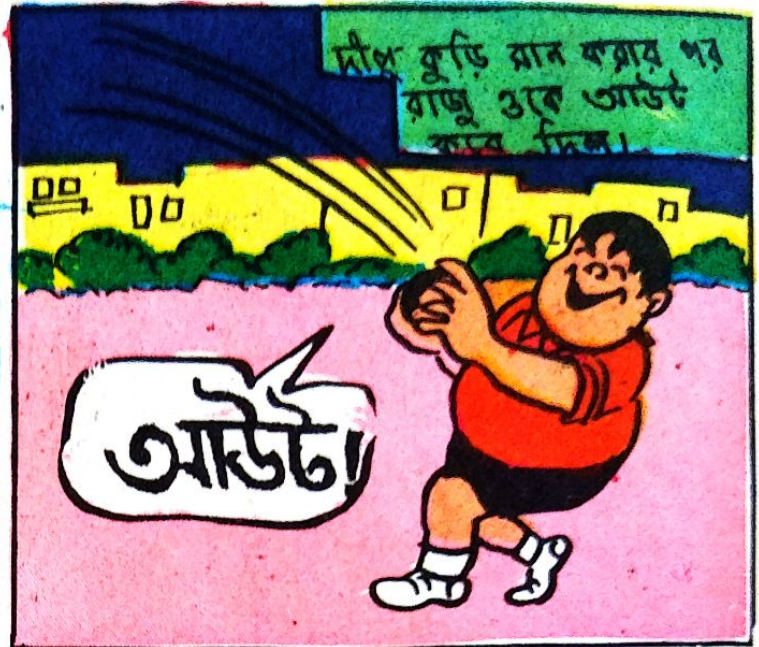
চাচাজী, এ ধোঁকাবাজ যাদুকর এইভাবে বেশ কিছু লোককে জানোয়ার বানিয়ে লুট করেছে।
আরে ভাই, তাহলে গিয়ে পুলিশে খবর দাও।

যত পুলিশ ওকে ধরতে যাবে, ও সবাইকে ছড়ি ঘুরিয়ে জানোয়ার করে দেবে।

ভাল কথা। দীপু আমার ছড়িটা দাও তো দেখি যাদুকর কি খেলা দেখায়।

এই নিন। কিন্তু ওর যাদুছড়ির সামনে আপনার সাধারণ ছড়ি কি করবে?
শুধু দেখে যাও।

কিছু দূর গিয়ে...
ঐ যে যাদুকর। তুমি একশো টাকার নোট হাতে কলা খেতে খেতে ওর সামনে দিয়ে চলে যাও। বাকী কাজ আমি করব।

আরে, এ ছোকরা একশো টাকার নোট নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওকে জানোয়ার বানিয়ে নোট ছিনিয়ে নিলে কেমন হয়

ও ছড়ি ঘোরাল
খরগোস হয়ে যাও।

যেই ও নোট ওঠাতে গেল, ওর পা দীপুর ফেলা কলার খোসায় পড়ল।

ওঃ

আরে-র-র ! খুব চোট লেগেছে ! নিন, উঠুন এবার।
এই নিন আপনার ছড়ি

তোমার কাছে যথেষ্ট
মনে হচ্ছে।
চলো, গাধা হয়ে যাও।

দেড়েল যাদুকর প্রচুর ছড়ি ঘোরাল, কিন্তু কোন
আরে, এ কী,
হা-হা! ছড়ি বদলে গেছে। এখন তোমার যাদুছড়ি আমার হাতে।

দাও, আমার ছড়ি ফেরত দাও।
না, যেভাবে তুমি লোকেদের জানোয়ার বানিয়েছ, ঠিক সেইভাবে আমি ছড়ি ঘুরিয়ে তোমাকেও গাধা বানাব।

না-না! আমি ক্ষমা চাইছি। আর কখনও এমন করবো না। ক্ষমা করে দাও।
ঠিক আছে।

চাচা চৌধুরী ছড়ি ঘুরিয়ে সব জানোয়ারদের আবার মানুষ করে দিলেন আর ছড়ি ভেঙে দিলেন

ক্রিকেট

আজ দীপুর সঙ্গে আমার ক্রিকেট ম্যাচ। তাই এই স্পেশাল ব্যাট বানিয়েছি।
কিন্তু রাজু, এ তো সাধারণ ব্যাটের মতোই দেখাচ্ছে

ব্যাট চিরে ভেতরে স্প্রিং লাগানো হয়েছে। যখন এই ব্যাট দিয়ে বল মারব, চারগুন জোরে বল ছুটবে আর আমার বাউন্ডারি আর ওভার বাউন্ডারি হয়েই চলবে।

হা-হা, আমি দীপুকে গোহারান হারিয়ে দেব, বুঝেছ?
রাজু, তোমার জবাব নেই।

ঐ যে দীপু চাচা চৌধরীর সঙ্গে ব্যাট নিয়ে আসছে।

ম্যাচ শুরু হলো...
এ তো সোজা চার রান হবে।

দীপু কুড়ি রান করার পর রাজু ওকে আউট
আউট!

এবার রাজুর ব্যাটিং করার পালা
দীপু, এবার তোমায় কিরকম পেটাই

এই নাও চার।

এই নাও ছক্কা।

রাজু আঠারো রান করে নিয়েছে। আর তি রান করলেই ও
আমার ওর ব্যাটের ওপর

তুমি হাতে একটু তেল মেখে রাজুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করো। তারপর দ্যাখো বেড়াল কেমন ফাঁদে পড়ে

রাজু, সত্যি তুমি দারুণ ব্যাট করেছ। এসো হ্যান্ডশেক করো

হ্যান্ডশেক করায় দীপুর হাতের তেল রাজুর হাতে লেগে গেল।

এই স্লো বলে তো নিশ্চয়ই ছক্কা হবে।

তেলে হাত পেছল থাকায় রাজুর হাত থেকে ব্যাট ছিটকে গেল আর ....
আউট

মাটিতে পড়ে ব্যাটের জোড় খুলে গেল
আচ্ছা, তোমার চার আর ছয়ের পেছনের রহস্য

বাটকু আর
মটকু

চাচা চৌধরীর দাদু একজন বড় যাদুকর ছিলেন
দাদু, কিছু যাদুমন্ত্র শেখান
ঠিক আছে, আজ তোমাকে মানুষকে জানোয়ারে পরিবর্তন করা শেখাচ্ছি

আগেকার আমলে মুনিঋষিদের এমন শক্তি ছিল যে, তাঁরা চাইলেই নিজেদের জানোয়ারে পরিবর্তন করতে পারতেন।

কোন জানোয়ারকে মনে করে আমার সঙ্গে সঙ্গে

গাধা! ঠিকমতো মন্ত্র না বললে সারাজীবন এইরকম আধা মানুষ-আধা জানোয়ার হয়ে থাকতে হবে
মাফ করুন দাদু, আমি আবার মন্ত্র বলছি।

হ্যাঁ, এবার ঠিক আছে।

চাচা চৌধুরী উল্টো মন্ত্র বলে আবার নিজের আসল রূপে ফিরে এলেন।
বাঃ। মনে হচ্ছে মন্ত্রটা তোমার মুখস্থ হয়ে গেছে

দাদু, অনেক রাত হয়ে গেছে। আপনি শুয়ে পড়ুন, আমিও শুতে যাচ্ছি।

ঘর/ ঘর/ ফুর্

চোর ঝটকু আর মটকু
মটকু, চাচা চৌধুরী শুয়ে পড়েছে।
তুলে নিয়ে চলো। ব্যাটা আমাদের অনেক সাথীকে জেলে পাঠিয়েছে।

দুজন চোর ঘুমন্ত চাচা চৌধুরীকে তুলে নিল
একে জঙ্গলে বন্দী করে রাখবো আর তার বিনিময়ে সরকারের কাছে আমাদের সাথীদের ছেড়ে দিতে বলব।

রাস্তায় চাচা চৌধুরীর ঘুম ভেঙে গেল
আরে আমি কোথায়?
নিজের ভাল চাও তো চুপ করে থাকো, নইলে...

চাচা চৌধুরী পরিস্থিতি বুঝে মনে মনে মন্ত্র পড়তে লাগলেন

আর পরমুহূর্তেই.
অ্যাঁ! এ কী?

ঝটকু! প্রাণে বাঁচতে হলে পালাও।

চাচা চৌধুরী মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে হাত নাড়লেন
পালাচ্ছ কোথায়?

ঝটকু আর মটকু ইঁদুর হয়ে গেল

চাচাজী! মাফ করে দিন! আর এই ভুল কখনও করব না।

ভাল কথা, মাফ করে দিলাম। যাও ভদ্রলোক হয়ে ভদ্রজীবন যাপন করো।

নেতা

চাচাজী, কিছু একটা করুন। বসে বসে বোর হয়ে যাচ্ছি।
ভাবছি।

নেতা হলে কেমন হয়? ভাষণ দিয়ে বেড়াব আর প্রচুর সম্মান হবে।
দারুণ!

দীপু, যাও শহরে ঢেঁড়া পিটিয়ে দাও আজ সন্ধ্যায় প্যারেড গ্রাউন্ডে নেতা চাচা চৌধরী এক জনসভায়
ঠিক আছে

ভাই ও বোনেরা! আজ সন্ধ্যা ৮টায় প্যারেড গ্রাউন্ডে এক বিশাল জনসভা হবে। সভায় দেশের বিখ্যাত নেতা চাচা চৌধরী ভাষণ দেবেন। আপনারা দলে দলে হাজির হয়ে সভাকে সফল করুন এবং চাচা চৌধরীর ভাষণ শুনে উপকৃত হোন।

সন্ধ্যায়
দীপু, আমাদের জনসভায় তো কেউ আসেনি
কেউ না আসুক, একজন তো আপনার বক্তৃতা শুনতে বসে আছে
আরে ও তো ডেকরেটার আর লাইটের লোক।

এ সভা তো ফেল মেরে গেল। পরের সভায় সিনেমার নায়িকা বুলবুল রানীকে আনব। তখন দেখো ভীড় কাকে বলে।

প্রসিদ্ধ সিনেমার নায়িকা বুলবুল রানী...
দয়া করে কিছুক্ষনের জন্য আমাদের জনসভায় আসবেন।
ঠিক আছে

দ্বিতীয় জনসভায় বুলবুল রানীকে দেখতে শহরের লোক ভেঙে পড়ল
এই সভায় বুলবুল রানী আসছে।
দারুন নায়িকা!

সভা শুরু হলো। পাঁচ মিনিট পরেই....
আচ্ছা চলি, আমাকে একটা শুটিং-এ যেতে হবে।

নায়িকা যাবার পরে...
না!
এবার প্রসিদ্ধ নেতা রাজা শেখরার ভাষন শুনুন।
না!

বুলবুলরানীকে ডাকো
মরেছে, জনতা জুতো, টম্যাটো, গাজর আর মুলো ছুঁড়ছে।

দীপু, আমি জুতো কুড়োচ্ছি, তুমি সব্জী কুড়োও।

অস্বাভাবিক কম দাম
সব্জী ৫০ পয়সা কিলো
জুতো ২ টাকা জোড়া

আমায় দু'কিলো গাজর দাও।
এক জোড়া জুতো দাও।
মূলো!

মিনিটের মধ্যে সব বিক্রী
নতা না মালেও সব্জী আর জুতো বেচে প্রচুর পয়সা পাওয়া

টি. ভি.
মেকানিক

চাচাজী, অতি বড় বড় সমস্যা, যা কেউ কোনদিন সমাধান করতে পারে নি, আপনি আপনার তীক্ষ্ণবুদ্ধি দিয়ে সমাধান করে দেন। এর রহস্য কি?
হা-হা!

আমার সঙ্গে অন্যদের এটাই তফাৎ যে, অন্যরা বড়-বড় সমস্যার ফেরে পড়ে থাকে....

....আর আমি সর্বদা ছোট-ছোট ব্যাপারে বেশী নজরে দিই।

শোন, একবার আমার এক প্রতিবেশী পোপাট টি. ভি. চালাতে গেল।

আমি সবরকম চেষ্টা করেছি। টি. ভি. চলছে না।
মনে হচ্ছে খারাপ হয়ে গেছে। কোন মিস্ত্রি ডেকে আন।

আমি এখনই মিস্ত্রি ডেকে আনছি

একটু পরে চটপট একজন টি.ভি. মেকানিক ধরে নিয়ে এল।
সরদারজী এক মিনিটে টি.ভি. ঠিক করে দেবে।

মেকানিক টি.ভি.-র সব যন্ত্রপাতি খুলে দেখল
মাফ করবেন, আমার দ্বারা হলো না

চিন্তার কিছু নেই, আমি এখুনি আমাদের কোম্পানীর চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে আসছি

একটু পরে ও চীফ্ ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে এলো
এ আপনার টি.ভি. সেকেণ্ডের মধ্যে ঠিক করে দেবে।

আমি সবরকম পরীক্ষা করেছি, তবুও আমার মাথায় কিছু ঢুকছে না। আমার দ্বারা হবে না।

ঘাবড়াবেন না। আমি এখুনি আমাদের এক্সিকিউটিভ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে আসছি

আমি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে নিয়ে এসেছি। ইনি জাপান, জার্মানী ও আমেরিকা থেকে টি.ভি-র উচ্চশিক্ষা নিয়ে এসেছেন।

বিস্তারিত পরীক্ষার পর
এ তো বড়ই গোলমেলে ব্যাপার মনে হচ্ছে। আমার মতে আপনি টি.ভি.-কে আমেরিকায় পাঠান। ওখানেই ঠিক হবে।

তখনই আমি হুচ্চ্য পোপটের বাড়ি গেলাম
পোপটরাম জী, কি ব্যাপার

আমাদের টি.ভি. খারাপ হয়ে গেছে। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ারদের মাথাতেও কিছু ঢুকছে না।

হুচ্চ্য চাচা চৌধুরী প্লাগ বার করলেন
টি.ভি. চলবে কি করে? এই দ্যাখো প্লাগের একটা পিন্ নেই।

আমি প্লাগের পিন আটকে দিয়েছি।

দ্যাখো, এখন ছবি আসছে?

হা-হা-হা।

কুম্ভকর্ণের
ঘুম

চাচাজী, অ্যাটমবোম কি করে তৈরী হয়?
কেন? কি ব্যাপার?
আমরা জানতে চাই

ওটা বাচ্চাদের জানার জিনিষ নয়। যখন বড় হয়ে বৈজ্ঞানিক হবে, তখন তোমরা আপনা থেকেই জেনে যাবে।
না, আমাদের এক্ষুনি বলো।
হ্যাঁ, এক্ষুনি।

বাচ্চারা তো জেদ ধরেছে। এদের পটকা বানানো শিখিয়ে দিলে কেমন হয়?

তোমরা তো বড্ড জেদী। এসো আমার সঙ্গে।

দ্যাখো, এই ডিবেতে বারুদ আছে। এর থেকে একটু বারুদ এই কৌটোয় ভরে পলতে লাগিয়ে দিলেই এ্যাটম বোম তৈরী হয়ে যাবে।

এতো খুব মোজা।
আমি এবার একটু দিবানিদ্রা দিয়ে নিই।

ঘর্র ঘর্র ঘর্র

ওদিকে...
কৌটোয় একটু বারুদ ঢাললাম।

একে ভাল করে বন্ধ করে পলতে লাগিয়ে দিয়েছি। ব্যস্, এ্যাটমবোম তৈরী।

এসো, চাচাজীকে বলি।

চাচাজী, দ্যাখো এ্যাটম বোম.
এতো কথাই বলছে না।

জোরে বলো।
চাচাজী! আমরা এ্যাটম বোম বানিয়েছি!

আরে, এতো এখনও কথা বলছে না।

দাঁড়াও, আমি এ্যাটম বোমে আগুন লাগাচ্ছি।

বডাম্ম

ওহ্! আওয়াজ কিসের?

আপনার জাগাবার জন্য এ্যাটম বোম ফাটিয়েছি।
কি করব? আমার কুম্ভকর্ণের ঘুম।

ডায়মন্ড কমিকসে কার্টুনিস্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র

চাচা চৌধুরী সিরিজ

চাচা চৌধুরী আর বিং বেং
চাচা চৌধুরী আর র‍্যাম্বো
চাচা চৌধুরী আর জেদী কাজান
চাচা চৌধুরী আর বিষাক্ত মানব নোরা
চাচা চৌধুরী আর রাকার চ্যালেঞ্জ
চাচা চৌধুরী আর অদ্ভূত চিড়িয়াখানা
চাচা চৌধুরী আর ট্রিপল নাইন
চাচা চৌধুরী আর রাকার আক্রমণ
চাচা চৌধুরী আর প্রফেসার শাটলকক্
চাচা চৌধুরী জুপিটারে
চাচা চৌধুরী আর বেনারসী জোচ্চোর
চাচা চৌধুরী আর চোরের সন্ধান
চাচা চৌধুরী আর শেখ্ ইবনেবতুতা
চাচা চৌধুরী আর এক কোটির হীরে
চাচা চৌধুরী আর আরমান আলী ফারমান আলী
চাচা চৌধুরী আর হাইওয়ের ডাকাত
চাচা চৌধুরীর সুবিচার
চাচা চৌধুরী আর রোবোট
চাচা চৌধুরী আর হীরের চাষ
চাচা চৌধুরী আর সাবুর ওপর আক্রমণ
চাচা চৌধুরী আর চম্পত-সম্পত
চাচা চৌধুরী আর রাকার প্রতিশোধ
চাচা চৌধুরী আর হাকিম জামালগোটা
চাচা চৌধুরী আর পটলার কোমর
চাচা চৌধুরী আর পোপটলাল
চাচা চৌধুরী আর উড়ন্ত গাড়ী
চাচা চৌধুরী বিল্লু আর পিঙ্কী
চাচা চৌধুরী আর রাকার সঙ্গে সংঘর্ষ
চাচা চৌধুরী আর গোলামের বিক্রী
চাচা চৌধুরী আর রাকার পুনরাগমন
চাচা চৌধুরীর দুমদাম
চাচা চৌধুরী আর চালাক গোশা
চাচা চৌধুরী আর যুধিষ্ঠিরের মুকুট
চাচা চৌধুরী আর রাকার তুফান
চাচা চৌধুরী আর হাতীর ব্যবসা
চাচা চৌধুরী আর রাস্তার ভূত
চাচা চৌধুরী আর সাবুর দেশ
চাচা চৌধুরী আর গাজা
চাচা চৌধুরী আর ফিল্ম স্টার
চাচা চৌধুরী আর সম্রাট অশোকের গুপ্তধন
চাচা চৌধুরী আর বোতলের ভূত
চাচা চৌধুরী আর গব্বর সিংয়ের মোকাবিলা
চাচা চৌধুরী আর আকবরী গুপ্তধন
চাচা চৌধুরী আর সাবুর অপহরণ
চাচা চৌধুরী অন্তরীক্ষে
চাচা চৌধুরী আর সাবুর হাতুড়ী
চাচা চৌধুরী আর নরখাদক
চাচা চৌধুরী আর শিকারী লকড়বগ্গা সিং
চাচা চৌধুরী আর ম্যাডাম জোরো
চাচা চৌধুরী আর সাবুর বিয়ে
চাচা চৌধুরী আমেরিকায়
চাচা চৌধুরী আর সাবুর বউ
চাচা চৌধুরী আর ক্রিকেট ম্যাচ
চাচা চৌধুরী আর রহস্যময় চোর
চাচা চৌধুরী আর রাকা
চাচা চৌধুরী আর সাবু কালো দ্বীপে
চাচা চৌধুরী আর কারাটে সম্রাট
চাচা চৌধুরী আর ব্যাঙ্ক ডাকাত
চাচা চৌধুরী আর আফলাতুন
চাচা চৌধুরী আর পপ্ শো
চাচা চৌধুরী বাঁদরদের দেশ
চাচা চৌধুরী ডাইজেস্ট ১-১২

বিল্লু সিরিজ

বিল্লুর সাইকেল
বিল্লু আর গরমের ছুটী
বিল্লুর কামান
বিল্লু আর মি: ইন্ডিয়া
বিল্লু আর বজরঙ্গী পালোয়ান
বিল্লু ফাইভ স্টার হোটেলে
বিল্লু আর রাবণের মাথা
বিল্লু আর ফিল্ম শো
বিল্লুর বন্ধু
বিল্লু হোস্টেলে
বিল্লুর হোমওয়ার্ক
বিল্লু পিকনিকে
বিল্লুর সোফটি
বিল্লুর হাঙ্গামা
বিল্লু আর হাতীর ভ্রমণ
বিল্লুর কেক
বিল্লু আর কোটি টাকা
বিল্লু আর ক্রিকেট
বিল্লু আর টেডিবিয়ার
বিল্লু নং ১-৩
বিল্লু ডাইজেস্ট ১-৩
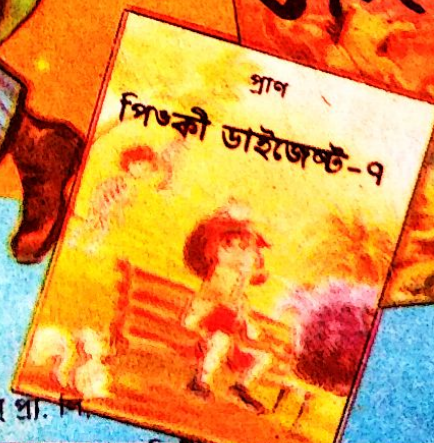
ডায়মন্ড কমিকস্ প্রা. লি.
X-30 ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, ফেজ-২, নতুন দিল্লী-২০